রাইটিং টাইম

জর্জ বলল, 'খানিকটা আপনার মতো এক লোককে চিনতাম আমি।'

ছোট রেস্টুরেন্টেটার জানালার পাশে বসে লাঞ্চ করছিলাম দু'জনে জর্জ বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল।

আমি বললাম, 'আরে বাহ্। আমি তো ভেবেছিলাম আমি এক ও অদ্বিতীয়। আমার মতো কেউ নেই।'

'আপনি,' বলল জর্জ। 'যার কথা বলছি তার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে মাত্র আপনার। তবে মস্তিষ্ক বাইরে রেখে সারাক্ষণ কাগজে তাড়াহুড়ো করে কী সব লেখার ক্ষেত্রে আপনি এক ও অদ্বিতীয়ই বটে।'

'আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু লিখি না,' বললাম আমি, 'ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করি।'

'আমি "তাড়াহুড়ো" শব্দটা ব্যবহার করেছি,' বলল জর্জ, 'একজন প্রকৃত লেখকের অর্থটা বোঝা উচিত ছিল।' বলে নাটকীয়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, মুখ ডোবাল চকলেট জুসেতে।

ওর প্রতিটি আচরণ আমার এতদিনে চেনা হয়ে গেছে। 'তুমি আবার তোমার অ্যাজাজেলের নিয়ে গপপো ফাঁদতে চাইছ, তাই না?'

তিরস্কারের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জর্জ। 'আপনি নিজের কল্পনা নিয়ে এমন বিভোর থাকেন যে সত্যের আওয়াজও শুনতে পান না। তবে হ্যাঁ, আপনাকে একটা গল্পই শোনাব ভাবছি।' বলে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

বাইরের ওই বাস স্টপটার [বলল জর্জ] দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে যায় মোরডেসাই সিমসের কথা, যে বিভিন্ন রঙের ছোপ দেয়া নানা রকম

www.banglainternet.com

ট্র্যাশ লেখা লিখে যেত অবিরাম এবং মোটামুটি ভালোভাবেই জীবন-ধারণ করতে পারত। তবে আপনার মতো অত বেশি ট্র্যাশ সে লিখত না। এজন্যেই বলেছে আপনার সঙ্গে একজনের সামান্য মিল আছে। আমি মাঝেসাঝে তার দু'একটি লেখা পড়েছি, মনে হয়েছে মোটামুটি। আপনাকে আঘাত দিতে চাই না, তবু বলছি— আপনি অন্তত ওরকম মানেও আজতক পৌঁছুতে পারেননি— মানে খবরের কাগজে তো তাই বলে, আর আমি নিজে আপনার ওসব হাবিজাবি পড়ার মতো নিম্নস্তরের পাঠক নই।

মোরডেসাই'র সাথে আরেকটা দিকে আপনার অমিল রয়েছে— সে ছিল সাংঘাতিক অধৈর্য স্বভাবের মানুষ। ওখানে আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখুন, মনে হবে আপনাকে কিসের মতো লাগছে মনে করিয়ে দেয়ার পরেও আপনার কোনো বিকার নেই, লক্ষ্য করুন কিভাবে ভ্যাবলার মতো বসে আছেন নিজের আসনে, একটা হাত ঝুলছে চেয়ারের পেছনে আর বাকি অবয়বে কোনো ধারাল অভিব্যক্তিই ফুটে নেই। কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না লেখালেখির প্রচণ্ড চাপ আছে আপনার ওপর।

কিন্তু মোরডেসাই অমন নয়। সে সব সময় নিজের ডেড লাইন নিয়ে সজাগ থাকতো— সব সময় ভয়ে থাকত ওই বুঝি সে পিছিয়ে গেল।

ওইসব দিনে প্রতি মঙ্গলবার আমি ওর সঙ্গে নিয়মিত লাঞ্চ খেতাম আমি। আর ভয়ানক বকবক করেই চলত মোরডেসাই।

'কাল সকালেই লেটেস্ট মেইলে আমার অমুক লেখাটা পাঠাতে হবে,' বলত সে। 'আরেকটা লেখার রিভিশনও বাকি রয়ে গেছে। অথচ হাতে একদম সময় নেই। শালার চেকটা এখনো আসছে না কেন ? ওয়েটার ব্যাটাই বা গেল কই! রান্নাঘরে বসে ওর কোন্ রাজা-উজির মারছে ?'

চেকের ব্যাপারে সারাক্ষণই অস্থিরতায় ভুগতে দেখতাম মোরডেসাইকে। আসলে যে কোনো ব্যাপারেই চরম অধৈর্য ছিল সে। বাসস্টপে বাস আসতে দেরি হলে ঠাণ্ডার মধ্যে আমরা কী করি ? কলারটা টেনে দিই ওপরের দিকে, হাত ঢুকিয়ে ফেলি পকেটে, আমাদের নাক ঠাণ্ডায় লাল অথবা নীল হতে থাকে, পা ঘষাঘষি করি উষ্ণতার জন্যে। রাগের চোটে হাত মুঠো করে শূন্যে গালিগালাজ দিই না। কিন্তু মোরডেসাই সিমস তেমনটি নয়। সে যদি বাস লাইনে থাকে, দৌড়ে উঠে পড়বে রাস্তায়, তাকিয়ে দেখবে দূর দিগন্তে কোনো যান্ত্রিক কাঠামোর চিহ্ন চোখে পড়ে কি না ; সে রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করবে, হাত শূন্যে তুলে ছুঁড়তে

www.banglainternet.com

থাকবে ; অপেক্ষমাণ যাত্রীদেরকে সদলবলে মার্চ করে সিটি হল-এ গিয়ে নালিশ করার জন্যে প্ররোচিত করবে। মোটকথা, আড্রেনাল স্ট্যান্ড খালি করে ফেলবে সে একাজেট।

বহুবার নানা রকম নালিশ নিয়ে এসেছে সে আমার কাছে।

'আমি একজন ব্যস্ত মানুষ, জর্জ।' দ্রুত বলত সে। সে সব সময় দ্রুত কথা বলে,'এটা একটা লজ্জা, একটা স্ক্যান্ডাল, একটা অপরাধ যে, যেভাবে গোটা পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। আমি এক হাসপাতালে গিয়েছিলাম কিছু রুটিন টেস্ট করানোর জন্যে। বলা হয়েছিল সকাল ৯:৪০ মিনিটে যেতে। আমি সেখানে কাঁটায় কাঁটায় ন'টা চল্লিশ মিনিটে হাজির হলাম। দেখলাম ডেস্কে একটা সাইনবোর্ডে লেখা, 'সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে খোলা।' তাও ওতে ছিল বানান ভুল। কিন্তু ডেস্কের পেছনে কেউ ছিল না।

'আসেননি এখনো,' জবাব দিল নিচু জাতের ফাজিলটা।

'কিন্তু সাইনবোর্ডে লেখা আছে হাসপাতালের কার্যক্রম ৯:৩০ মিনিট থেকে শুরু।।'

'কেউ না কেউ কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেই,' জানাল বাঁদরটা।

'শত হলেও ওটা একটা হাসপাতাল। আমি অসুস্থ অবস্থায় যে কোনো সময় মারা যেতে পারি। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করছে কে? দশটা চার মিনিটের আগে কারো চেহারা দেখা গেল না ডেস্কের পেছনে। আমি দৌড়ে গেলাম ওখানে। হারামজাদাটা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

মোরডেসাই'র জীবনে এ রকম ঘটনা কত যে ঘটেছে। মানুষ সময়ের দাম দেয় না বলে ভয়ানক বিরক্ত সে। লোকে যদি সময়ের দাম দিত, সব কাজ যদি ঠিকঠাক সময়ে সম্পন্ন করা হতো, তাহলে মোরডেসাই'র দাবি, তার লেখার আউটপুট দশ থেকে বিশ গুণ বেড়ে যেত। আর ঠিকমতো চেক হাতে না পাবার কারণেও সে নিজের প্রকাশকদের ওপর ভয়ানক খ্যাপা।

ওকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাই ভাবছিলাম আমি। তবে তখন অ্যাজাজেলের কথা ভাবতাম না আমি। শেষে চিন্তা করলাম অ্যাজাজেল হয়তো মোরডেসাই'র লেখা সংক্রান্ত সমস্যাটার সমাধান দিতে পারবে।

আমি প্রাচীন মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ডেকে আনলাম অ্যাজাজেলকে। সে তখন ঘুমাচ্ছে। ছোট্ট চোখ জোড়া বুজে আছে। নাক ডাকছে বিশ্রী শব্দে। ওকে

www.banglainternet.com

কিভাবে ঘুম থেকে তুলব ভাবছি, একটা বুদ্ধি মাথায় এল। এক ফোঁটা জল ফেললাম ওর পেটের ওপর। সাথে সাথে জেগে গেল অ্যাজাজেল। বিরক্তও হল খুব। যাক ওকে পটিয়ে শান্ত করতে বেশি সময় লাগল না। তারপর মোরডেসাই'র ঘটনাটা বললাম।

সব শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল অ্যাজাজেলের। 'তুমি আমাকে "সম্ভাবনার আইনে"র মধ্যে নাক গলাতে বলছ?'

পরিস্থিতি ও বুঝতে পেরেছে বলে খুশি হয়ে উঠলাম, 'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কাজটা সহজ নয়।' বলল ও।

'সহজ তো নয়ই,' বললাম আমি, 'সহজ হলে কি তোমার কাছে আসি? সহজ কাজ তো আমি নিজেই করতে পারি, কঠিন কোনো কাজ পড়লেই শুধু তোমার মতো অসাধারণ শক্তিশালী কারো কথা স্মরণ করি।'

প্রশংসা শুনলে খুশি হয় অ্যাজাজেল। তাকে খুশি খুশি লাগল। বলল, 'বলিনি যে এটা অসম্ভব।'

'বেশ।'

'তোমাদের পৃথিবীর জিনহুইপার কন্টিয়াম অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে।'

'ঠিক। আমার মনের কথাটাই বলেছ তুমি।'

'আমাকে যা করতে হবে তা হল ফন্টিয়ামের ইন্টারকানেকশনে তোমার বন্ধুর সঙ্গে কিছু নোডসের সহযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। যে কি না সারাক্ষণ ডেডলাইন সমস্যা নিয়ে ভুগছে। তবে একবার নোডসের সংযোগ ঘটালে ওটা কিন্তু আর নষ্ট করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

'কেন?'

উদাস ভঙ্গিতে অ্যাজাজেল জবাব দিল, 'তত্ত্বগতভাবে তা অসম্ভব।'

ওর কথা বিশ্বাস হল না আমার। তবে মুখে বললাম, 'তোমাকে ওটা নষ্ট করতে হবে না বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনারও দরকার নেই। মোরডেসাই লেখালেখির জন্যে অতিরিক্ত সময় একবার পেলেই হল, সে সারাজীবনের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কাজটা তাহলে করব।'

অনেকক্ষণ সময় গেল। জাদুকররা যেমন করে, শুধু অ্যাজাজেলের হাত দুটোকে মাঝে মাঝেই উজ্জ্বল এবং অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। অল্প কখনো বা দীর্ঘ সময়ের জন্যে। তবে ওর হাত দুটো এত ছোট যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও বোঝার উপায় নেই ওগুলোর সত্যি অস্তিত্ব আছে কি নেই।

www.banglainternet.com

'কী করছ তুমি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। মাথা নাড়ল অ্যাজাজেল। ঠোঁট নড়ছেও কিছু গোনার ভঙ্গিতে।

তারপর সে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছে।

'হয়ে গেল ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা দোলাল অ্যাজাজেল। 'আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ আমাকে তার এনট্রপি কোটিয়েন্ট অল্প বিস্তর স্থায়ী করে দিতে হয়েছে।'

'মানে কি এর ?'

'এর মানে হল তোমার লেখক বন্ধুর আশপাশে এখন থেকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সব ঘটনা ঘটবে।'

'সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটনা ঘটার মধ্যে চিন্তার কিছু নেই,' বললাম আমি।

অ্যাজাজেল বলল, 'তা তো বটেই। তবে তুমি থারমোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের সাথে ব্যাপারটাকে আর মেলাতে পারবে না। মানে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে অন্য কোথাও খানিকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটনা ঘটবে।'

'কী রকম ?' আমি আমার প্যান্টের জিপার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখে জানতে চাইলাম।

'বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো হয়তো অনেকের চোখেই পড়বে না। আমি সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে এফেক্টটা ছড়িয়ে দিয়েছি। ফলে দু'একটা গ্রহাণুর সংঘর্ষ ঘটবে, আইয়োতে বিস্ফোরণ হবে ইত্যাদি। মোটকথা এতে সূর্য প্রভাবিত হবে।'

'কিভাবে ?'

'পৃথিবী আড়াই মিলিয়ন বছরের মধ্যে এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে মানুষ আর বাস করতে পারবে না এ গ্রহে।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। আড়াই মিলিয়ন বছর আসতে ঢের দেরি। ও নিয়ে ভাবছে কে ?

হপ্তাখানেক বাদে আবার ডিনার করলাম মোরডেসাইয়ের সঙ্গে। বেশ উত্তেজিত লাগছিল ওকে। আমি টেবিলে ড্রিঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছি, হাসি মুখে সেখানে হাজির হয়ে গেল ও।

'জর্জ,' বলল মোরডেসাই,' দারুণ একটা হপ্তা কেটেছে আমার। সব কিছু যেন ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চলছে।'

হাসলাম আমি, 'তাই ?'

www.banglainternet.com

'আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে এক খালি জানালার পাশে হাসি মুখের ক্যাশিয়ারকে পেয়েছি। ডাকঘরে গিয়ে সেখানেও, চিন্তা করতে পারবে না, এক কর্মচারীকে পেয়ে গেলাম। সে হাসি মুখে আমার একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করে দিল। আমি স্টপেজে পৌঁছামাত্র বাস হাজির। মাত্র হাত তুলেছি, কোত্থেকে এক ট্যাক্সি এসে ব্রেক কষল আমার সামনে। এক ক্যাব ড্রাইভারকে বলতেই সে আমাকে ফিফথ অ্যান্ড ফোর্টি-নাইনথ এভিন্যুতে নিয়ে গেল। তোমার আর কী চাই, জর্জ?'

ইতোমধ্যে ওয়েটার মেন্যু দিয়ে গেছে। মোরডেসাই মেন্যুটা এক পাশে টুস্‌কি মেরে সরিয়ে আমাদের দু'জনের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবারের অর্ডার দিল। লক্ষ করলাম সে তার পাশে ওয়েটার আছে কি নেই সেদিকে নজর দিচ্ছে না। অন্য সময় হলে এ নিয়ে রীতিমতো অভিযোগ তুলত মোরডেসাই।

তবে এবার একজন ওয়েটার ওর পাশেই ছিল।

ওয়েটার দু'হাত কচলাতে কচলাতে কুর্নিশ করল, তারপর দক্ষতার সাথে পরিবেশন করল খাবার।

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে ভাগ্য তোমাকে দারুণভাবে সহায়তা করতে শুরু করেছে মোরডেসাই, মাই ফ্রেন্ড।'

'এটা একদম ভাগ্য নয়,' শার্টের কলারে ন্যাপকিন গুঁজে হাতে ছুরি আর কাঁটা চামচ নিয়ে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মোরডেসাই। 'এ হল কাজের দৈব ঘটনার অনিবার্য ফলাফল।'

'দৈব ঘটনা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই।' জবাব দিল মোরডেসাই। 'আমি আমার সারাজীবন ব্যয় করেছি অন্যদের সময় নষ্ট করে ফাঁদে পড়ে। দৈব ঘটনার মাধ্যমে সেই ক্ষতিপূরণ হবার কথা ছিল। এখন তাই ঘটছে। এবং আশা করি সারাজীবনই ঘটতে থাকবে। সবকিছুর মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য এসে গেছে।' আমার দিকে ঝুঁকল ও, বুকে বেরসিকের মতো ধাক্কা মেরে বসল। 'এর ওপর ভরসা রাখ। তুমি সম্ভাবনার আইন বা সূত্র বুঝতে পারবে না।'

খাওয়ার পুরোটা সময় সে আমার ওপর সম্ভাবনার আইন নিয়ে লেকচার ঝাড়ল। তবে আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে সে আপনার মতোই কম জানে।

অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'এতে নিশ্চয়ই লেখালেখির জন্যে বেশি সময় পাচ্ছ তুমি?'

www.banglainternet.com

'অবশ্যই,' জবাব দিল মোরডেসাই। 'আমার ধারণা আমার লেখার সময় শতকরা কুড়ি ভাগ বেড়ে গেছে।'

'একই সাথে তোমার আউটপুটও বৃদ্ধি পাবার কথা।'

'ইয়ে,' একটু ইতস্তত করে বলল ও, 'এখনো তেমন কিছু ঘটেনি। তবে আস্তে আস্তে সবকিছু অ্যাডজাস্ট করে নেব। হঠাৎ করে এ রকম পরিবর্তন আশা করিনি তো তাই এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে সময় লাগছে।'

মোরডেসাই হাত তুলল, তারপর না তাকিয়েই ওয়েটারের হাত থেকে বিলের কাগজটা নিল। সে বিল নিয়েই আমাদের টেবিলে আসছিল। বিলে একবার চোখ বুলিয়ে ক্রেডিট কার্ড দিল ওয়েটারকে। ওয়েটার ক্রেডিট কার্ড নিয়ে চলে গেল।

ডিনার খেতে আমাদের সাকুল্যে ত্রিশ মিনিট লেগেছে। সত্যি বলতে কি আমি ভেবেছিলাম শ্যাম্পেন, ব্রান্ডি সহযোগে, গল্প-গুজব করতে করতে কমপক্ষে আড়াই ঘণ্টা লাগবে ডিনার সারতে। তবে দু'ঘণ্টা বেঁচে যাওয়ায় লাভ হয়েছে এই যে মোরডেসাই লেখালেখির জন্যে সময়টা পেয়ে গেল।

ওই ডিনারের পরে তিন হপ্তা মোরডেসাইর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। হয়তো ও শহরের বাইরে গিয়েছিল। সে যাক, একদিন সকালে এক কফি শপে নাস্তা সেরে বেরিয়ে এসেছি, দেখলাম খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে মোরডেসাই।

ওই দিন খুব তুষার পড়ছিল। এমন দিনে ট্যাক্সি পাবার চিন্তা করা বৃথা। মোরডেসাইকে দেখলাম হাত তুলতেই একটা খালি ট্যাক্সি এগোল তার দিকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মোরডেসাই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। ট্যাক্সিঅলা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর হতাশ হয়ে চলে গেল অন্যদিকে। উইন্ডশিল্ড দিয়ে তার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

মোরডেসাই আমার দিকে পেছন ফেরা বলে আমাকে লক্ষ করেনি। আবার হাত তুলল সে, ভোজবাজির মতো হাজির হয়ে গেল আরেকটা ট্যাক্সি, থেমে দাঁড়াল ওর জন্যে। ট্যাক্সিতে ঢুকল মোরডেসাই, এমন জোরে সিটে বসল যে চল্লিশ গজ দূর থেকেও শব্দটা কানে ভেসে এল আমার।

সেদিনই খানিক বাদে ওকে ফোন করলাম। আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের পরিচিত একটি বার-এ চলে আসতে।

www.banglainternet.com

ওইদিনই ওই বার-এ এল মোরডেসাই। তবে দেখে মনে হল ভালো নেই ও। বরং বিধ্বস্তই লাগছিল।

আমাকে বলল, 'ওয়েট্রেসকে ডাক দেবে, জর্জ?'

আমি এ বারের ওয়েট্রেসদেরকে বেশ পছন্দ করি। তাই হাত তুলে ডাকলাম একজনকে। কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকাল না ওয়েট্রেস। বরং ওর নগ্ন পিঠ ফিরিয়ে রাখল আমার দিকে।

'তুমিই বরং ডাক, মোরডেসাই,' বললাম আমি। 'তোমার সম্ভাবনার আইন বোধহয় আমার ক্ষেত্রে কাজ করছে না।'

'দুত্তোর ডাকাডাকি,' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ও। 'আমি ডাকতে পারব না।'

ওয়েট্রেসদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কৌতূহল হচ্ছিল মোরডেসাইকে নিয়ে।

'মোরডেসাই,' বললাম আমি, 'তোমাকে কেমন বিধ্বস্ত লাগছে। আজ সকালে দেখলাম তুমি খালি একটা ট্যাক্সি দেখেও ওটাকে অগ্রাহ্য করলে। তারপর দ্বিতীয় আরেকটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলে। ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার আর কী?' বলল মোরডেসাই। 'আমি ওই বাস্টার্ডগুলোকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ওগুলো আমার সব সময় পিছু নেয়। যেখানেই যাই সেখানেই ওরা আছেই। আমাকে ঘিরে থাকে ওয়েটারের দল। আমাকে দেখলেই বন্ধ দোকান খুলে দেয় দোকানিরা। কোনো বিল্ডিং-এ ঢুকলেই এলিভেটরে আমার জন্যে জায়গা খালি হয়ে যায়। বিজনেস অফিসগুলোর রিসেপশনে আমি গেলেই রিসেপশনিস্টগুলো দাঁত বের করে হেসে আমাকে স্বাগত জানায়। সব জায়গাতেই—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু মোরডেসাই, এতো বিরাট সৌভাগ্যের লক্ষণ। এতে তো তোমার লেখার সময়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

'বাড়ছে না,' করুণ গলায় বলল মোরডেসাই। 'আমি আদৌ লেখালেখি করতে পারছি না।'

'সে কি! কেন?'

'কারণ আমি চিন্তা করার সময় হারিয়ে ফেলেছি।'

'কী হারিয়ে ফেলেছ বললে?'

'আমি এখন কিছুই চিন্তা করতে পারি না। আমার চিন্তা আমার ইন্টেলেকচুয়াল মটিভেশন সাপ্লাই করে, আমার ক্রোধ জোগায় ইমোশনাল মটিভেশন। যখন সবকিছু অনিয়মে চলত, রাগ হতো আমার, রক্ত ফুটত

www.banglainternet.com

টগবগ করে, আমার হতাশা ঢেলে দিতাম টাইপরাইটারের মধ্যে। কিন্তু এখন সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমি হতাশ হই না, উত্তেজিতও হই না। তাই কিছু ভাবতেও পারি না, লিখতেও পারি না। দেখবে একটা জিনিস ?'

মোরডেসাই মধ্যমা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মৃদু একটা শব্দ করতেই ছুটে এল এক অপূর্ব সুন্দরী ওয়েট্রেস। বলল, 'আপনার জন্যে কী করতে পারি, স্যার ?'

অনেক কিছুই সে করতে পারত তবে মোরডেসাই ওকে শুধু আমাদের জন্যে দুটো ড্রিঙ্ক নিয়ে আসতে বলল।

'ভেবেছিলাম,' বলল ও, 'নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে এখন বুঝতে পারছি কিছুতেই এটা সম্ভব নয়।'

'তোমাকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেই পার।'

'পারি কি ? আজ সকালেই তো দেখলে। একটা ট্যাক্সিতে চড়লাম না, পরক্ষণে আরেকটা এসে হাজির। আমি এভাবে পঞ্চাশটা ট্যাক্সি রিফিউজ করতে পারি, কিন্তু তারপরে একান্ন নাম্বারটা আসবে।'

'তোমার অফিসে চিন্তা করার জন্যে, প্রতিদিন দু'এক ঘণ্টা সময় সংরক্ষিত করে রাখছ না কেন ?'

'অফিস! অফিসের আরামের মধ্যে বসে কিছু হবে না, আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই উত্তেজিত হবার জন্যে। রাগ করার জন্যে। রাগ না হলে মাথা থেকে লেখা বেরোয় না আমার।'

'এখন আর রাগ করার সুযোগ পাচ্ছ না ?'

'অন্যায়-অবিচার দেখলে মানুষ রাগ করে। কিন্তু বিনয় দেখালে, ভদ্রতা দেখালে কী করে তার ওপর রাগ করা যায় ? আমার এখন আর রাগ-টাগ হয় না। আমার বুকভরা এখন শুধু বেদনা। লিখতে না পারার দুঃখ।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দু'জনে। তারপর মোরডেসাই বলল, 'জর্জ, আমার মনে হয় আমার ওপর কারো অভিশাপ আছে। সম্ভবত আমার গডমাদারের অভিশাপ। তাকে আমার ক্রাইস্টেনিং-এর সময় নিমন্ত্রণ করিনি বলে তিনি খুব রেগে যান। তিনিই হয়তো অভিশাপ দিয়েছেন।'

ওর করুণ চেহারা দেখে আমার খারাপই লাগল। তবে আমার মেজাজ খারাপ করে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটল একটু পরেই। বিল আসার পরে কাগজটা আমার দিকে ঠেলে দিল মোরডেসাই।

www.banglainternet.com

‘বিলটা তুমি দিয়ে দিও। আমি বাড়ি গেলাম।’

দিতে হল বিল। এছাড়া কিইবা করার ছিল? কিন্তু এতে কি আমার ওপর ন্যায়বিচার করা হল?

মোরডেসাই’র সঙ্গে এরপরে আমার আর দেখা হয়নি। শুনেছি সে দেশ ত্যাগ করেছে, দক্ষিণ সাগরের কোথায় যেন উষ্ণবৃত্তি করে বেড়ায়। উষ্ণবৃত্তিটা ঠিক কী জিনিস জানি না আমি। তবে আমি নিশ্চিত সে যদি সাগরের ঢেউ চায়, ঢেউ-ও উঠে আসবে ওর কাছে।

আমাদের খাওয়ার বিল চলে এল। জর্জ যথারীতি ওটার দিকে ফিরেও তাকাল না।

আমি বললাম, ‘অ্যাজাজেলকে নিশ্চয়ই আমার জন্যে তুমি কিছু করতে বলবে না, জর্জ?’

‘আপনি এমন কোনো লোক নন যে আপনার জন্যে অ্যাজাজেলের কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করতে যাব,’ বলল জর্জ।

‘তাহলে তুমি আমার জন্যে কিছুই করছ না?’

‘কিছুই না।’

‘বেশ,’ বললাম আমি। ‘তাহলে আমিই বিলটা দিয়ে দিচ্ছি।’

‘দিলে তো ভালোই হয়,’ বলল জর্জ।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com